তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সংবাদ

নানা সমস্যায় জর্জরিত মির্জাপুর পুষ্টকামুরী সর. প্রা. বিদ্যালয়

প্রতিনিধি, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল)

শিশুদের খেলার উপযোগী মাঠসহ নানা সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও সাফল্যের দিক থেকে পিছিয়ে নেই মির্জাপুর উপজেলা সদরের পুষ্টকামুরী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পার করছে টানা পাঁচ বছর। মির্জাপুর উপজেলা সদরে অবস্থিত পুষ্টকামুরী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৭শ ছাত্রছাত্রী পাঠদানের জন্য রয়েছেন মাত্র ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ছুটি, ডেপুটেশন ও প্রশিক্ষণে থাকায় এদের মধ্যে ২/৩ জন অনুপস্থিত থাকেন। প্রায় অর্ধশত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির একটি পুরাতন ভবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট একটি ভবন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংকুলাণ না হওয়ায় পাঠদান চলে বারান্দায় এবং পাশের মাদ্রাসায়। কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়ের ছোট মাঠেই একটি টিনশেট ঘর তুলে পাঠদান চলছে। সেটাও এখন জরাজীর্ণ। এই জরাজীর্ণ টিনের ঘরে গাদাগাদি করে বসিয়ে চলে পাঠদান। যেখানে শিক্ষার্থীদের কোলাহল থামাতেই যায় কিছু সময়। সময়ের স্বল্পতায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পড়া আদায় করাও সম্ভব হয় না বলে জানা গেছে। এরপর অপেক্ষা চলে কখন মাদ্রাসা ছুটি হবে। মাদ্রাসা ছুটির পর শ্রেণী স্তানান্তরিত হয় সেখানে। তাছাড়া জায়গার সমস্যার দরুণ অনেক ছাত্রছাত্রী অ্যাসেম্বলি ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না বলে জানা গেছে। কোমলমতি শিশুদের খেলার উপযোগী কোন মাঠ এই বিদ্যালয়ে নেই। যে কারণে শিক্ষার পাশাপাশি শিশুরা তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে না। ক্লাশের ফাকে বা টিফিনের সময় শিশুদের ছুটাছুটির ফলে ছোট মাঠে যে ধুলো উড়ে তাতে শিশুরা ঠাণ্ডা, কাশিসহ নানা অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া টয়লেটের স্বল্পতা থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে পাশের বাসা বাড়ি ও খোলা জায়গায় যেতে দেখা যায়। এসব সমস্যার মধ্যেও অভিভাবকদের সহযোগী মনোভাব শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রচেষ্টায় সাফ্যল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে বিদ্যালয়টি। গত পাঁচ বছর ধরে শতভাগ পাসসহ জিপিএ ৫ ও রয়েছে সন্তোষ জনক। ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষায় ১৫৯ জনের মধ্যে ৬১ জন জিপিএ ৫সহ শতভাগ পাস করে উপজেলায় সেরা বিদ্যালয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এ ব্যাপারে পুষ্টাকামুরী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শরফুন নেছা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, উপজেলা সদরের সর্ব মহলে প্রশংসিত বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রচুর চাপ রয়েছে। বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা দেখে অনেক অভিভাবকই তাদের শিশু সন্তানদের বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করছে। যে কারণে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেক শিশু। কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি হলে সবার সহযোগিতা নিয়ে সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেহেরুল আমিন মামুন বলেন উপজেলা সদরের এই মডেল স্কুলটির জরাজীর্ণতার কথা আমরা সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট তুলে ধরার সুজোগ পেয়েছিলাম। মন্ত্রী মহোদয় আমদের আশ্বাস দিয়েছেন। অচিরেই আমরা বিদ্যালটির সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবো। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মীর এনায়েত হোসেন মন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণ শিক্ষামন্ত্রী মোতাহার হোসেন মির্জাপুর এসে প্রতিশ্রুতী দিয়েছেন যে বিদ্যালয়টির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।